জলবায়ু পরিবর্তনের কার্যকর মোকাবেলায় জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়ন জরুরি

"সাধারণত নারীরা সম্পদের সমান অধিকার পান না। পাশাপাশি অনেক সমাজে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। আবার প্রায়ই তাদের কম বেতনে এমনকি বিনা বেতনেও কাজ করতে হয়। এসব কারণে তারা পুরুষের চেয়ে দুর্বল অবস্থানে থাকেন। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হন।" গত ২ নভেম্বর ২০২১-এ গ্লাসগোতে কপ২৬-এর এক প্যানেল আলোচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন।

অর্থাৎ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সবার ওপরে এর প্রভাব সমানভাবে পড়ে না। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হওয়ায় এর প্রভাবে নারীরা পুরুষের চাইতে অনেক বেশি ক্ষতির ঝুঁকিতে থাকেন; যেমন আর্সেনিকের প্রভাবে একই পরিবারের পুরুষের চাইতে নারীদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় বেশি। কারণ পুরুষরা বিভিন্ন কাজে অন্যত্র যেতে পারেন বলে তারা বিভিন্ন উৎসের পানি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাপনে বাধ্য হবার কারণে নারীদের সব কাজ করতে হয় দূষণযুক্ত পানি দিয়েই। সে কারণে তারা বেশি ক্ষতির শিকার হন। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষের আশি শতাংশই নারী।

অন্য অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও জ্বালানি, খাদ্য, পানীয় জল সংগ্রহ, শিশু ও বয়স্কদের সেবাযত্নের দায়িত্ব পালন করতে হয় নারী ও কিশোরীদের। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারী ও কিশোরীদের সাংসারিক কর্মভার আরো বেড়ে যায়; যেমন বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস থেকে শুরু করে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি, নদীভাঙনের কারণে তাদের হয় বাস্তুচ্যুত হতে হয়, না হয় সংসারের প্রয়োজনে পানি, জ্বালানি সংগ্রহে দূরবর্তী স্থানে যেতে হয়। তাতে উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত হবার সময় যেমন তারা কম পান, তেমনি হয়রানি-নির্যাতনের শিকার হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। আবার শহরের বস্তি এলাকার সিংহভাগ নারী-পুরুষ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবেই নিজেদের বাসস্থান বা কাজ হারিয়ে শহরে পাড়ি জমান, যেখানে তাদের বৈষম্য-নির্যাতনের শিকার হয়ে অবর্ণনীয় কষ্টে জীবনযাপন করতে হয়।

বিদ্যমান এই বাস্তবতায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠিত হলে পরিবেশ সংরক্ষণ থেকে শুরু করে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আবার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার কাজটিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লে তা জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত নীতি ও কৌশলে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ২০১৩ সালে জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি ২০১৯ সালে প্রণয়ন করেছে নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয় না। এমনকি যেটুকু বরাদ্দ রাখা হয় তা-ও যথাযথভাবে ব্যয় হয় না। আমরা আশা করি, জাতীয় বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার পাশাপাশি পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে বরাদ্দকৃত বাজেটের কার্যকর ব্যয় নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সুপারভিশন ও মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রেখে সরকার ও প্রশাসন তার সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটাবে।